জ্বীনের সঙ্গে বসবাস

আসাদ বিন হাফিজ

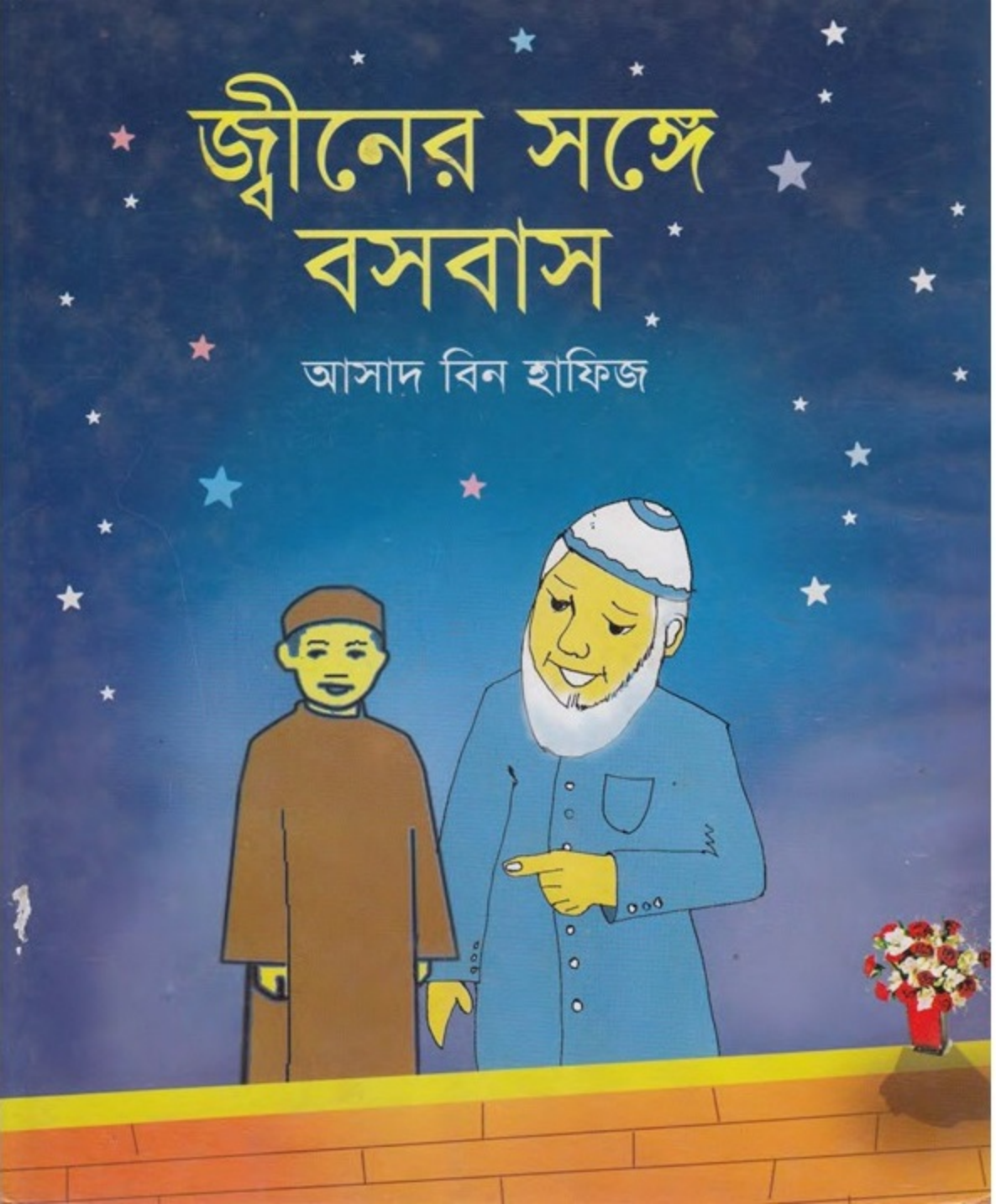

জ্বিনের সঙ্গে বসবাস

আসাদ বিন হাফিজ

Estd- 1949

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
ঢাকা-চট্টগ্রাম

www.pathagar.com

জ্বিনের সঙ্গে বসবাস

আসাদ বিন হাফিজ

প্রকাশক

এস এম রইসউদ্দিন পরিচালক (প্রকাশনা)

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

চট্টগ্রাম অফিস

নিয়াজ মঞ্জিল ৯২২ জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম। ফোন ঃ ৬৩৭৫২৩

ঢাকা অফিস

১২৫ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০। পিএবিএক্স ঃ ৯৫৬৯২০১/৯৫৭১৩৬৪

গ্রন্থস্বত্ব ঃ প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ ঃ অক্টোবর-২০১০

মুদ্রাকর

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

১২৫ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।

পিএবিএক্স ঃ ৯৫৬৯২০১/৯৫৭১৩৬৪

প্রচ্ছদ

মহিউদ্দিন আকবর

মূল্য ঃ ১০০/- টাকা

প্রাপ্তিস্থান

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২ জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম

১২৫ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০

১৫০-১৫১ গভঃ নিউমার্কেট, আজিমপুর, ঢাকা, ফোনঃ ৯৬৬৩৮৬৩

৩৮/৪ মান্নান মার্কেট (২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা, ফোনঃ ৭১৬৩৮৮৫

Zeener Sange Bosobas, Written by **Asad Bin Hafiz**, Published by S.M. Raisuddin, Director (Publication) Bangladesh Co-operative Book Society Ltd. 125, Motijheel Commercial Area, Motijheel, Dhaka-1000 Price 100/- Only. US$. 3/-

ISBN 984-70241-0020-3

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

গাজীপুর জেলার অরণ্যঘেরা নয়নাভিরাম প্রকৃতির কোলে ১৯৫৮ সালের ১ জানুয়ারী জন্মেছিলেন কবি আসাদ বিন হাফিজ, কালিগঞ্জ উপজেলার বড়গাঁও গ্রামে। পিতা মরহুম হাফিজউদ্দিন মুন্সী ও মাতা মরহুমা জুলেখা বেগমের আদরের কনিষ্ঠ সন্তান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নেন বাংলায় মাস্টার্স ডিগ্রি। স্কুল জীবন থেকে সেই যে লেখালেখি শুরু করেছেন, আজ অবধি লেগে আছেন নিষ্ঠার সাথে। এখন সারাদেশেই সুপরিচিত কবি ও লেখক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত। প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা একশোর অধিক।

জনপ্রিয় কবি হিসাবে খ্যাতিমান হলেও সাহিত্যের সকল শাখাতেই রয়েছে তাঁর স্বচ্ছন্দ ও অবাধ বিচরণ। তাঁর একাধিক গবেষণাগ্রন্থ, বিশেষ করে মুক্তিযুদ্ধ, ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস, ইসলামী সংস্কৃতি ও আল কোরআনের বিষয় অভিধান পণ্ডিত মহলে ব্যাপকভাবে সমাদৃত ও প্রশংসিত হয়েছে। ক্রুসেড সিরিজ ও পনরই আগস্টের গল্পের মত গল্পগ্রন্থ তাঁকে দিয়েছে নান্দনিক কথাশিল্পীর মর্যাদা। তাঁর জনপ্রিয় ছড়া-কবিতা আজ মানুষের মুখে মুখে। গীতিকার হিসাবেও তিনি অনন্য অবদান রেখে চলেছেন। বাংলাদেশ বেতার ও টেলিভিশনের তিনি তালিকাভুক্তগীতিকার। সম্পাদনা করেছেন রাসূলের শানে কবিতা, নির্বাচিত হামদ-নাত, কবি গোলাম মোস্তফার কাব্যসমগ্র, তালিম হোসেনের কবিতাসমগ্র, রাজিয়া মজিদের গল্পসমগ্রের মত গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থাবলী।

শিশু সাহিত্যের ক্ষেত্রে তিনি গড়ে তুলেছেন এক বিশাল ভুবন। হরফ নিয়ে ছড়া, আলোর হাসি ফুলের গান, কুক কুরু কু, ইয়াগো, নতুন পৃথিবীর স্বপ্ন, আলোর পথে এসো কারবালা কাহিনী, মজার ছড়া, আল্লাহ মহান, মজার ছড়া আরবী পড়া, ভিনগ্রহের বন্ধু, ছন্দের আসর, নাম তাঁর ফররুখসহ শিশুতোষ বইগুলোর পাঠকপ্রিয়তা আমাদের উৎসাহিত করেছে জ্ঞানের সঙ্গে বসবাস প্রকাশনায়। আশা করি আগের মত এ বইটিও শিশুরা লুফে নেবে।

কবি আসাদ বিন হাফিজ মানারাত ইন্টারন্যাশনাল কলেজের বাংলার লেকচারার। ২০০৯ সালে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মভিটা আসানসোলের চুরুলিয়া, ফারাক্কা বাঁধ, সিরাজউদ্দৌলার স্মৃতিবিজড়িত মুর্শিদাবাদ, তাজমহল, লালকেল্লা, আগ্রা, দিল্লী, কোলকাতা, জয়পুর, আজমীর, রাজস্থান, মথুরা-বৃন্দাবন, জম্মু ও কাশ্মিরসহ ভারতের বিভিন্ন শহর ও প্রদেশ সফর করেন। ওয়ার্ল্ড মুসলিম লীগের (রাবেতার) আমন্ত্রণে তিনি সৌদি আরব সফর ও পবিত্র হজ্জব্রত পালন করেন। ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট (আইডিবি) ব্যাংকের আমন্ত্রণে জেদ্দায় অংশগ্রহণ করেন দশম কম্যুনিটি ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্কশপে। সৌদি বাদশাহ কিং আবদুল্লাহ বিন আবদুল আজিজ-এর আমন্ত্রণে মিনার রয়েল প্যালেসে সৌজন্য সাক্ষাত ও মধ্যাহ্নভোজে মিলিত হন বাদশাহর সাথে। বিভিন্ন সময়ে পৃথিবীর প্রায় অর্ধ ডজন রাষ্ট্রপ্রধানের সাথে মিলিত হন ও মত বিনিময় করেন।

আরটিভি, ইসলামিক টিভি, দিগন্ত টিভিসহ বিভিন্ন চ্যানেলের টকশোতে নিয়মিত অংশগ্রহণ করেন। বাংলাদেশ বেতার ছাড়াও রেডিও জেদ্দা এবং তেহরান রেডিও থেকে প্রচারিত হয়েছে তাঁর সাক্ষাৎকার, আবৃত্তি, কবিতা ও গান। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি নয়াদিগন্ত মহিলা পাতার সম্পাদক কামরুননেছা মাকসুদার স্বামী এবং আহমদ শাওকী, নুসাইবা ইয়াসমীন ও আহমদ শামিল-এর পিতা। আমরা এই প্রথিতযশা লেখকের বইটি প্রকাশ করতে পেরে আনন্দিত।

(এস. এম. রইসউদ্দিন)
পরিচালক (প্রকাশনা)
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

www.pathagar.com

সূচিপত্র

১) মিনু আপার বান্ধবী ০৫
২) জ্বিনের সঙ্গে বসবাস ১৩
৩) ঘুড়ি ও রাখাল বালক ২৫
৪) সামান্য বৃষ্টি ৩১

www.pathagar.com

মিনু আপার বান্ধবী

বাবা ঈদ বোনাস নিয়ে অফিস থেকে সকাল সকাল বাড়ি ফিরে এলেন। আসার পথে কাঁচা বাজারটা সেরে আসতে ভুল হয়নি তার। এমনিতে বাবা সাধারণত শুক্রবার সাপ্তাহিক বাজার করেন। কিন্তু কাল ঈদের শপিং করার প্রোগাম থাকায় আজ সেটা সেরেই এসেছেন। মা বললেনঃ দেখ্ মিন্টু, এবার কিন্তু বেশি বায়না ধরবি নে।

ঃ সে কি মা! মাত্র তো একজোড়া কেট্স আর একটা প্যান্ট ও একটা শার্ট চেয়েছি। এতেই বেশি বায়না হয়ে গেল?

বাবা মা'র হাতে টাকাগুলো দিতে দিতে বললেনঃ সে কী রাবেয়া, বায়না তো ওরা ধরবেই। তাই বলে কি এভাবে বাচ্চাদের নিরাশ করতে আছে!

মা টাকা কয়টা আলমিরাতে রাখতে রাখতে বললেনঃ তুমি কাপড় খুলে বসো। আমি চা নিয়ে আসছি।

চা আনতে রান্না ঘরে চলে গেলেন মা। বাবা জামা-কাপড় খুলে ফ্যানটা একটু বাড়িয়ে খাটের কোণায় আয়েশ করে বসলেন। একটু পর চা আর নাস্তা নিয়ে ঘরে ঢুকলেন মা।

www.pathagar.com

চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে বাবা বললেনঃ তা এবার ঈদে কি কি কিনবে চিন্তা করেছ কিছু?
ঃ কোরবাণীতে কার সাথে শেয়ার করছো আগে ঠিক করো। রান্নাবান্নায় যা যা লাগবে আমি লিস্ট করে রেখেছি। এরপর যা থাকবে তার থেকে একশো টাকা কাজের বুয়াকে দিয়ে বাকি টাকার বাজার হবে।
বাবা আমার দিকে তাকিয়ে আদুরে গলায় বললঃ মিন্টু মনির কী কী চাই। তোমার কি আরেক সেট স্কুল ড্রেস দরকার?
আমার মুখটা খুশিতে ভরে উঠল। তাই দেখে আব্বা-আম্মা দু'জনেই হেসে ফেললেন।
সকালে ঘুম থেকে উঠে নাস্তার টেবিলে বসেছি। ভুনা খিচুড়ি, আচার আর ডিম। মুখে দিতে যাবো এমন সময় কলিংবেল বেজে উঠল। দরজা খুলতেই দেখি মিনু আপা। আপা এবার আই. এ. পড়ে। থাকে লালমাটিয়া। কলেজের হোস্টেলে। খুশিতে আটখানা হয়ে আমি আপাকে জড়িয়ে ধরলাম। রজনীগন্ধার মতো হাসি ছড়িয়ে ঘরে ঢুকল আপা।

প্রতি শুক্রবারেই এমনটি ঘটে। আমার কাছে শুক্রবারটা তাই খুব লোভের। ঘুম থেকে উঠেই ব্যাগ কাঁধে স্কুলে ছুটতে হয় না। বাবাকে তড়িঘড়ি পা বাড়াতে হয় না অফিসের দিকে। হোস্টেল

www.pathagar.com

থেকে আপা ছুটে আসেন। মা ভালো রান্না করেন। কোন কোন শুক্রবার আমরা মার্কেটে যাই। কখনও আবার এর-ওর বাড়িতে বেড়াতে। সপ্তাহের এই দিনটাতে যেন ছোটখাট ঈদ জমে যায়। সবাই মিলে এক সাথে এমন আনন্দ করার দিন তো আর রোজ রোজ আসে না! তাই এ দিনটির এত জনপ্রিয়তা আমাদের ঘরে।

খাবার টেবিলে বসেই কথাটা পাড়ল মিনু আপা। বাবা-মা খুব রিহার্সাল দিচ্ছিলেন ঈদের কেনাকাটার। বাবা বললেনঃ ঈদে কী নিবি মিনু ?

মিনু আপার রজনীগন্ধা হাসিটা কখন শুকিয়ে গেছে খেয়াল করিনি। বাবার প্রশ্নে মা এবং আমি আপার দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকালাম। দেখি আপার মুখ থমথমে। প্লেটের খিচুড়িতে তার আঙুলগুলো নড়াচড়া করছে। কিন্তু কিছুই মুখে দিচ্ছে না। কারো দিকে তাকাচ্ছেও না। প্লেটের দিকে মুখ করে চুপচাপ আঙুল দিয়ে খেলছে। বাবা বললেনঃ কি রে মিনু, কি হলো?

মা প্লেট থেকে হাত তুলে গভীরভাবে তাকালেন আপার দিকে। চিন্তার ছায়া মার চোখে।

ঃ মিনু! কি হয়েছে রে তোর?

ঃ আরে! আমি বললাম ঈদে কি নিবি? কই তুই খুশি হবি, তা না করে এমন জমে গেলি কেন? কি হয়েছে মা বলতো শুনি। বাবার ব্যাকুল প্রশ্ন।

www.pathagar.com

ঃ এবারের ঈদে আমার কিছু চাই না মা। আমার জন্যে যে বাজেট হবে সে টাকাটাই আমার কাছে দিয়ে দিয়ো। যা কিনতে হয় আমি নিজেই কিনে নেবো।

আপা আর কিছু মুখে দিলো না। খাবার রেখে বেসিনে গিয়ে হাত ধুয়ে ফেলল। আপার চোখে অশ্রু টলমল করছিল। তাই লুকোতে উঠে গেল আপা এ কথা বুঝতে কারো কষ্ট হয়নি।

মা-ও হাত ধুয়ে ফেললেন। বাবা আর আমি হতবাক!

মা উঠে গিয়ে আপার হাত ধরলেন। বললেনঃ কি হয়েছে মিনু, বলবি তো?

আপা এসে চেয়ারে বসলো আবার।

ঃ বলছি, শোন। মুখ তুলে বলল আপা। আমার এক বান্ধবীকে একবার নিয়ে এসেছিলাম, নাম রীতা, মনে আছে তোমাদের? তারা কিন্তু খুব বড়লোক। লবণ চাষ আর চিংড়ির ব্যবসা ছাড়াও তার বাপের একটা শিপ আছে। গেলবার বন্যার সময় তার বাপ নিজের পকেট থেকেই নাকি সাত লাখ টাকার রিলিফ বিতরণ করেছিলেন। এবার ঘুর্ণিঝড়ের সময় রীতা হোস্টেলে ছিল। ঝড়ের পরদিনই সে বাড়িতে রওনা হয়ে যায়। সে ছাড়া তাদের পরিবারের সবাই বাড়িতে ছিল।

www.pathagar.com

ঝড়ের খবর শুনে রীতা খুব কাঁদছিল। আমরা তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলাম, দেখিস, গিয়ে দেখবি কিছুই হয়নি।

রীতা বাড়ি যাবার পর আমরা বেশ কয়েকটা চিঠি দিয়েছি। রীতা তো ফিরে আসেই নি, এমনকি কোন জবাবও দেয়নি। কাল হঠাৎ রীতা এসে হাজির। কি যে চেহারা হয়েছে তা দেখলে কান্না পায়। আমরা সবাই রীতাকে ঘিরে ধরলাম। প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে অতীষ্ঠ করে তোললাম তাকে। কিন্তু রীতা যেন বোবা হয়ে গেছে। আমাদের কোন প্রশ্নেরই সে জবাব দেয়নি। তাদের ফ্যামিলির যে মারাত্মক ক্ষতি হয়েছে এটা আমরা বুঝতে পারলাম। কিন্তু কতটুকু ক্ষতি হয়েছে সে আন্দাজ করা আমাদের সাধ্যের মধ্যে ছিল না। তবু আমরা আন্তরিকভাবেই সহানুভূতি ও সমবেদনা জানালাম।

সারারাত ওকে নিয়ে আমরা বসে রইলাম। কেউ ঘুমোতে যাবার কথা মনেও করতে পারলাম না। ভোর রাতের দিকে রীতার একটু তন্দ্রা এসেছিল। তন্দ্রার ঘোরে রীতা বাবা বাবা বলে চিৎকার করে উঠল। আমি ওকে আমাদের রুমে নিয়ে এলাম। বললামঃ রীতা, একটু ঘুমো বোন। তোর এখন ঘুমের খুব প্রয়োজন।

রীতা কিছুতেই বিছানায় এলো না। জানালা খুলে শিক ধরে দাঁড়িয়েই রইলো। মসজিদ থেকে ভেসে এল ফজরের আযান। আমি ওর পিছনে দাঁড়িয়ে কাঁধে হাত রাখলাম।

ঃ রীতা, কোন মানুষ চিরদিন বেঁচে থাকে না। একদিন না একদিন সবাইকে এ দুনিয়া থেকে বিদায় তো নিতেই হয়। ভেবে দেখ, কোটি কোটি মানুষ এ দুনিয়ায় এসেছে, আবার তারা চলেও গেছে। ভবিষ্যতেও এমনি কোটি কোটি মানুষের জন্ম হবে এবং একদিন তারাও সৃষ্টির নিয়ম অনুসারে বিদায় নেবে পৃথিবী থেকে। এই যে তুই, আমি, আমাদেরকেও একদিন চলে যেতে হবে। কেউ থাকবে না, কেউ থাকে না। কিন্তু তাই বলে পৃথিবী অচল থাকে না। আল্লাহ ঠিকই একটা বিহিত করেন। যাই ঘটে থাকুক, যত মারাত্মক আর মর্মান্তিকই হোক সে শোক, তাকেও যে আমাদের জয় করতে হবে! এতটা ভেঙ্গে পড়লে তো চলবে না, বোন।

জানালার শিক ছেড়ে হঠাৎ আমার বুকে আছড়ে পড়লে রীতা। বাঁধ ভাঙা কান্নার জোয়ার এসে ভাসিয়ে দিল আমাদের। আমার মনে হলো হাতিয়া, সন্দ্বীপ, উড়িরচর, কুতুবদিয়া নয়, এক প্রবল জলোচ্ছ্বাস ও ঘূর্ণিঝড় যেন আমার বুকের উপর দিয়ে বয়ে চলেছে।

রাতের আঁধার আস্তে আস্তে ফিকে হয়ে এল। দূর মসজিদ থেকে ভেসে আসা অসংখ্য আজানের রেশও মিলিয়ে গেল এক সময়। পাখির কলকাকলিতে নতুন প্রভাতের আগমনী বার্তা বেজে

www.pathagar.com

উঠলো। রুম থেকে বেরিয়ে পথে নামলাম আমরা। হাঁটতে হাঁটতে রিং রোড ছড়িয়ে নদী পারের কাঁচা রাস্তায় নেমে এলাম। মুখ খুললো রীতা।

ঃ মানুষ মরবে মিনু, সে আমি জানি। কিন্তু আমি যা দেখে এসেছি সে তো মৃত্যু নয়, কেয়ামতের মহড়া। না দেখলে কোন মানুষ কল্পনা করে তার কুলকিনারা পাবে না। ভাষা দিয়ে তার বর্ণনা দেয়া সম্ভব নয়। মাইলের পর মাইল জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে লাশ। মানুষের, জীবজন্তুর, পশুপাখির, মাছের। লাশ হয়ে পড়ে আছে হাজার হাজার, লাখ লাখ নারী-পুরুষ, শিশু, যুবক, বৃদ্ধ। কোথাও বাড়ি ঘরের চিহ্ন নেই। খা খা শূন্য ভিটা। দেয়ালগুলো ভেঙ্গে মাটির সাথে মিশে গেছে। ঘরের চালের টিন দুমড়ে মুচড়ে পড়ে আছে ফেলে দেয়া কাগজের মতো। কোথাও কোন সবুজ নেই। বৃক্ষগুলোর কারো শিকড় আকাশের দিকে, পাতাগুলো পুড়ে গেছে। রাস্তাঘাট ঢেকে দিয়েছে উপড়ানো গাছের সারি। নিচু জমিগুলোতে আটকে পড়া পানি আর বাতাসে এত প্রচন্ড দুর্গন্ধ যে, সে গন্ধের কোন বর্ণনা দেয়া মানুষের পক্ষে অসম্ভব।

www.pathagar.com

মিনু আপা একটু থামলো। চোখে তার টলমলে অশ্রু। সে অশ্রু ঢেউ তুললো আমাদের চোখেও। আমরা সব নির্বাক। যেন বোবা হয়ে গেছি সবাই। একদম পাথরের মতো স্থির হয়ে বসে আছি। কতক্ষণ এভাবে কাটলো জানি না। একসময় নীরবতা ভাঙলো মিনু আপাই।

ঃ তোমরা কি ভাবতে পারো, কি অবর্ণনীয় দুর্ভোগ আর কষ্টের মধ্য দিয়ে রীতা তার গায়ে গিয়ে পৌঁছে ছিল! যানবাহন নেই। যা-ও আছে তাতে চড়া কি কোন মেয়ে মানুষের পক্ষে সম্ভব? স্বজনের খোঁজে ছুটে যাওয়া হাজার হাজার মানুষ কার আগে কে চড়বে তার প্রাণান্তকর কসরত করছে। রাস্তায় পড়ে আছে উপড়ানো গাছ, বাড়ি ঘরের ধ্বংসাবশেষ, লাইটপোস্ট। কী করে সে পথে গাড়ি চলবে? না খেয়ে না দেয়ে তিনদিন পর রীতা যখন তার গাঁয়ে পা রাখল তখনও সে গাঁয়ে কোন উদ্ধার টিম পৌঁছেনি।

রীতা এখনও বলতে পারে না কীভাবে সে তার গ্রামে পৌঁছেছিল। তার অধিকাংশ আত্মীয়-স্বজন নিহত হয়েছে। খোলা আকাশের নীচে রীতা সে রাতে রাত কাটিয়েছে সেই ভূতুড়ে গ্রামে। কারো কাছে একটু আগুন ছিল না যে, রাতে কেউ একটু আগুন জ্বালাবে। প্রতিবেশিরাও অধিকাংশই নিখোঁজ অথবা মারা পড়েছে। যারা বেঁচে আছে তারাও মৃতের মতোই। রীতার মতো দু'একজন যারা সে রাতে সেখানে ছিল না তারা পাগলের মত পঁচা লাশের স্তুপের ভেতর খুঁজছে স্বজনের লাশ।

রীতা তার বাপের লাশ খুঁজে পায়নি। খুঁজে পায়নি আরো অনেকের লাশ। তার এক ভাইকে আহত অবস্থায় উদ্ধার করা গেছে। সে পরিবারে সেই একমাত্র জীবিত ব্যক্তি যে সে রাতে ওখানে ছিল। বাড়ি থেকে কয়েকশো গজ দূরে এক গাছের নীচে সে তার মায়ের লাশ খুঁজে পেয়েছে। তার মায়ের গলার লকেটটা না থাকলে ওটা যে তার মায়ের লাশ তা কিছুতেই সে চিনতে পারতো না। সে যখন লাশের কাছে পৌঁছে, একটি কুকুর তখনও তার মায়ের লাশ খাচ্ছিল। বলো বাবা, এরপরও কি এ দেশে আজ কারো ঈদের আনন্দ করার জো আছে?

প্রশ্নটা করে মিনু আপা আবার চুপ হয়ে গেলেন। তাকিয়ে দেখি মায়ের চোখে পানি। বাবারও একই দশা। কেউ কোন কথা বলছে না। যেন এই মাত্র এখানে বজ্রপাত হয়েছে। সেই বজ্রপাতে এখানকার মানুষগুলো সব পাথর হয়ে গেছে।

ঃ হ্যাঁ মা, তুই ঠিকই বলেছিস। নীরবতা ভাঙলেন বাবা। এই সব দুর্গত মানুষের পাশে আজ আমাদের দাঁড়ানো উচিত। ওদের দুঃখকে ভাগ করে নেয়া উচিত আমাদের সবার মাঝে। যে বিপদে আজ ওরা পড়েছে সে রকম বিপদ তো আমাদেরও হতে পারতো! আজ যদি ওদের পাশে আমরা না দাঁড়াই, আল্লাহ কি আমাদের ক্ষমা করবেন?

www.pathagar.com

ঃ বাবা, জলমগ্ন সে এলাকায় আজ এককোটা খাবার পানিরও বড় অভাব। বেঁচে থাকার কোন উপকরণই নেই সেখানে। একদিন কোটিপতি রীতাদের সাহায্য হাজারও প্রাণে জাগিয়েছিল বাঁচার আশা। আর আজ সেই রীতারাই এক বোতল পানি ও একটি রুটির জন্য ঘন্টার পর ঘন্টা কাকভেজা বৃষ্টির মধ্যে লাইনে দাঁড়িয়ে রিলিফ নিচ্ছে, ভাবতে পারো!

আমার চোখের সামনে ভেসে উঠলো মিনু আপার বান্ধবী রীতার আপার সেই মিষ্টি হাসি ছড়ানো মুখটি। রীতা আপা আজ নিঃস্ব। কেউ নেই তার। কিন্তু আমরা তো আছি।

আমি বললামঃ বাবা, এ ঈদে আমারও আর কিছু চাই না। আমার সব কিছু আমি রীতা আপাকে উপহার দিলাম।

মা গ্লাসে পানি ঢালতে ঢালতে বললেনঃ হ্যাঁ, দুর্গত মানুষের মুখে হাসি ফুটানোর আনন্দই হবে এবার আমাদের ঈদের আনন্দ। কোরবানি মানেই তো ত্যাগ। ত্যাগের মহিমায় আমাদের ঈদ সত্যিকার অর্থে এবারই হবে যথার্থ সার্থক।

মিনু আপা উঠে গিয়ে জানালার পর্দাটা সরিয়ে দিল, ফুরফুরে হাওয়ার সাথে এক ঝাঁক মিষ্টি রোদ হুমড়ি খেয়ে পড়লো ঘরের ভেতর।

www.pathagar.com

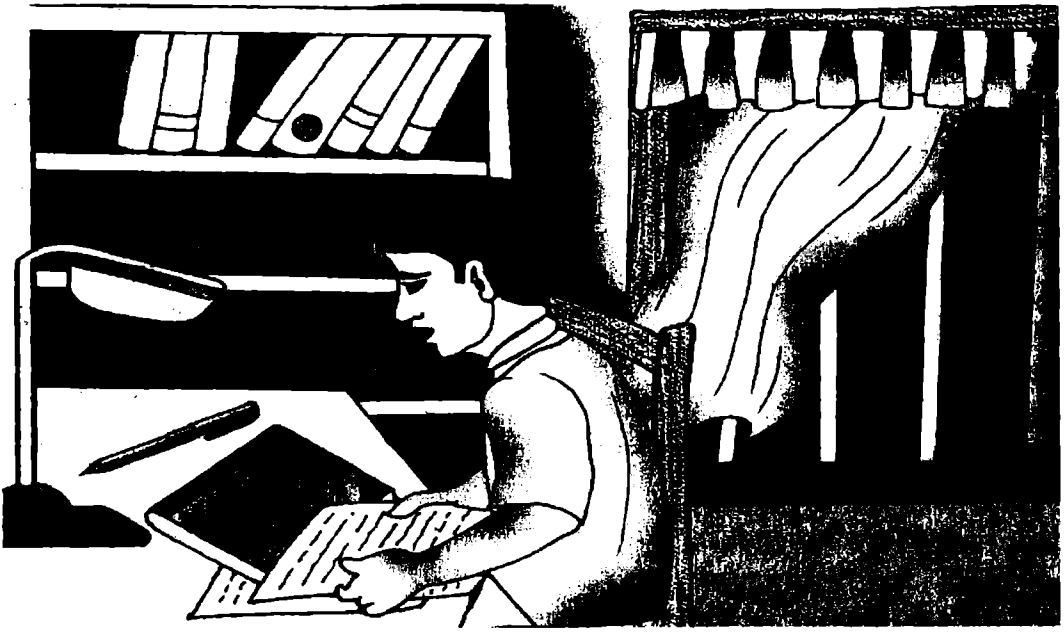

জ্বিনের সঙ্গে বসবাস

ওস্তাদজি খুব কামেল লোক ছিলেন। সারারাত তিনি এবাদত-বন্দেগী করে কাটাতেন। ফজর পড়ে সামান্য ঘুমাতেন। উঠে গোসল ও নাস্তা সেরে চলে আসতেন ক্লাসে।

ক্লাসে তিনি আমাদের তাফসির পড়াতেন। তিনি এত সুন্দর করে পড়াতেন যে, সকল ছাত্রই ছিল তার খুব ভক্ত। সেই ওস্তাদজির সাথে ছিল এক জ্বিনের খাতির। কথাটা মাদ্‌রাসায় ভর্তি হবার পরই লোক মুখে শুনেছিলাম।

ওস্তাদজির ছিল একটা সম্মোহনী শক্তি। এক ধরনের কোমল জ্যোতি ছড়িয়ে পড়তো তার চোখ থেকে। স্বভাবেও তিনি ছিলেন অমায়িক। আমরা সব সময় ওস্তাদজির সাথে ভাব জমাতে চেষ্টা করতাম। নানা গল্প কাহিনী শোনাতেন তিনি আমাদের। কিন্তু জ্বিনের ব্যাপারে কোন কথা উঠলে তিনি চুপ করে যেতেন। কখনও জ্বিনের সাথে তার সম্পর্কের কথা বলতে রাজি হতেন না।

আমাদের বার্ষিক পরীক্ষা ঘনিয়ে এসেছিল। ক্লাসে আমাদের বন্ধুদের মধ্যে খুব কম্পিটিশন। অনেক রাত জেগে পরীক্ষার প্রস্তুতি নিতে শুরু করলাম।

www.pathagar.com

এক রাতের ঘটনা। রাত তখন অনেক। হোস্টেলের বেশির ভাগ রুমের বাতি নেভানো। অবশ্য অতি পড়ুয়া দু'একজনের রুমে বাতি তখনও জ্বলছিল। এ সময় ওস্তাদজির কামরা থেকে প্রথমে আতরের সুবাস এবং পরে আতর, গোলাপ, রজনীগন্ধা, হাস্নাহেনা ও নানান রকম ফুলের এক মাদকতাময় ঘ্রাণ ভেসে এল।

আমরা জানতাম, ওস্তাদজি বেলি ফুলের আতর পছন্দ করেন। কিন্তু আজকের সুবাসটা ছিল অদ্ভুত ধরনের মিষ্টি এবং যথেষ্ট তীব্র।

আমার কেমন সন্দেহ হলো। শুনেছিলাম, জ্বিন যখন কারো কাছে আসে তখন এক ধরনের অদ্ভুত সুবাসে সেখানটা মৌ মৌ করে। অনেক সময় নাকি নানা রকম সুস্বাদু ফলমূল বা খাবারও নিয়ে আসে।

কথাটা মনে হতেই আমার পড়াশোনা লাটে উঠল। কৌতূহল চেপে বসলো ঘাড়ে। বাতি নিভিয়ে পায়ে পায়ে বেরিয়ে এলাম বাইরে। আস্তে করে এগিয়ে যেতে লাগলাম ওস্তাদজির কামরার দিকে।

দূর থেকেই দেখতে পাচ্ছিলাম, ওস্তাদজির রুমের বাতি নেভানো। যতই এগিয়ে যাচ্ছিলাম ততই আরো গভীর সুবাসে ডুবে যাচ্ছিলাম আমি।

রুমের দরজা ভেজানো। তবে ভেতর থেকে বন্ধ বলে মনে হলো না। দরজার সামনে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম কতক্ষণ।

www.pathagar.com

ভেতরে কোন লোকজনের নড়াচড়ার আভাস পাওয়া গেল না। সাহস করে দরজার গায়ে হাত রাখলাম। ধীরে ধীরে সামান্য ফাঁক হলো দরজা।

আমার খুব কাশি আসছিল। যতদূর সম্ভব চেপে রাখতে চেষ্টা করলাম কাশিটা। তবু কেমন করে যেন ছোট্ট একটা কাশি খুক করে বেরিয়ে এল গলা দিয়ে।

ভাবলাম, হয়তো ওস্তাদজি এখনি হেঁকে উঠবেনঃ কে রে, ওখানে?

কিন্তু সে রকম কিছু ঘটলো না। সব চুপচাপ। চারদিক নীরব-নিস্তব্ধ। কেবল কয়েকটি জোনাকি পোকার ডুব সাঁতার আর হিম হিম ঠান্ডা বাতাসের ভেতর আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে আছি।

দরজার ফাঁক দিয়ে মাথা গলিয়ে দিলাম ভেতরে। ঘরে কেউ নেই। শূন্য বিছানাটা ঠান্ডা। মেঝেয় পাতা জায়নামাজে জ্বলছে তসবি ছড়া।

ঘরে কি এখনও জ্বিনেরা আছে? ভয়ে শিউরে উঠলাম। অন্ধকারে ভয়টা আরো বেশি করে জড়িয়ে ধরলো আমাকে। কিন্তু সাথে সাথেই ভুলটা বুঝলাম। জ্বিনেরা এসে নিশ্চয় ওস্তাদজিকে নিয়ে চলে গেছে। নয়তো ওস্তাদজি নিজেই বাইরে গেছেন।

ওস্তাদজির কামরা থেকে বেরিয়ে এলাম। একটু খুঁজে দেখা দরকার।

সব ক'টা টয়লেট পরীক্ষা করলাম। বিশাল ছাদ, বাগান এবং মসজিদেও খোঁজ করলাম। গেটের কাছে গিয়ে দেখলাম লোহার কলাপসিবল গেটে ঝুলছে বিরাট তালা। আর কোন সন্দেহ রইলো না যে, ওস্তাদজি এবারও জ্বিনের দেশে বেড়াতে গেছেন।

জ্বিনের দেশে বেড়াতে যাওয়াটা ওস্তাদজির নতুন নয়। ছাত্র জীবনে অনেকবার নাকি গিয়েছেন। বিয়ের পরও গিয়েছেন দু'একবার। ইদানীং সংসারী হওয়ার কারণে সময় পান কম, তাই যাতায়াতও যথেষ্ট কমিয়ে দিয়েছেন। বলতে গেলে সেদিকে যাবার ফুসরতই পান না।

যাক। পরদিন রাত। সবাই প্রায় ঘুমিয়ে পড়েছে। বই-খাতা বন্ধ করে উঠে দাঁড়ালাম। আমার মাথায় এক বিপজ্জনক ফন্দি জেগেছে। উত্তেজনায় শরীরটা টানটান। পায়ে পায়ে গিয়ে দাঁড়ালাম ওস্তাদজির দরজায়। আস্তে শব্দ করলাম।

ভেতরে টেবিলে লাইট জ্বালিয়ে কিতাব দেখছিলেন ওস্তাদজি। শব্দ পেয়ে মুখ তুলে তাকালেন দরজার দিকে। আমাকে দেখতে পেয়ে বললেনঃ কী ব্যাপার মনিরুজ্জামান মিয়া। এবার দেখছি ফার্স্ট না হয়ে তুমি ছাড়ছো না।

ওস্তাদজির এটাও একটা মজার স্বভাব। তিনি যখন কাউকে ডাকেন, পুরো নামটাই উচ্চারণ করেন। কারো নামধাম ছোট করার পক্ষপাতী তিনি নন। আর নামগুলো উচ চারণ করেন খুব এলিয়ে বা বলা যায় রসিয়ে রসিয়ে।

www.pathagar.com

দু'পা এগিয়ে আমি কামরায় প্রবেশ করলাম। বললামঃ জ্বিনা ওস্তাদজি। আপনার সাথে একটু

কথা ছিল।

ঃ তাতো বুঝতেই পাচ্ছি। না হলে কী আর এমনিতেই কেউ এত রাতে কারো কাছে যায়! তা লেখাপড়া হচ্ছে কেমন?

ঃ ভালো না ওস্তাদজি। গতকাল থেকে কী যে হয়েছে কিছুতেই পড়ায় মন বসাতে পারছি না।

ঃ কেন, সমস্যাটা কী? খারাপ কিছু ঘটেছে নাকি? ওস্তাদজির মুখে স্পষ্ট উদ্বেগ ও সহানুভূতি।

ঃ হ্যাঁ, ওস্তাদজি। আমি বললাম, কাল রাতে একটা ঘটনা ঘটেছে। তারপর থেকে কিছুতেই আর পড়ায় মন বসাতে পারছি না। সে ঘটনাটাই আপনাকে বলতে এসেছিলাম।

ওস্তাদজি আমার মুখে কিছু পড়তে চেষ্টা করলেন। তার চেহারা গম্ভীর। চিন্তিত মুখে বললেনঃ বলো দেখি কী ঘটেছে?

আমি কাল রাতে যা যা ঘটেছে সব খুলে বললাম। আরো বললাম, কোরআনের বিভিন্ন জায়গায় ডজ্বনদের সম্পর্কে বলা হয়েছে। ওদের কাহিনী শোনার জন্য মনটা অস্থির।

www.pathagar.com

ওস্তাদজি কিছুক্ষণ গুম মেরে বসে রইলেন। তারপর খুব ঠান্ডা গলায় বললেনঃ এসব ব্যাপারে বেশি উৎসাহ না দেখালেই ভালো করতে। আল্লাহর সৃষ্টি বৈচিত্রের কতটুকুই বা আমরা জানি। এই যে আমি এত দীর্ঘ সময় জ্বিনদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করলাম, তবু কি তাদের জীবনধারা সম্পর্কে কিছু জানতে পেরেছি? আল্লাহ তাদের এমন কিছু গুণাবলি দিয়েছেন যার কারণে ওরা সহজেই রূপ পাল্টাতে পারে। ফলে আমার দেখা রূপটাই যে তাদের প্রকৃত রূপ নয় তা স্পষ্ট। তাই এ নিয়ে কথা বলায় কখনও আমি আগ্রহ দেখাই না। তোমার যা অবস্থা, তাতে দেখেছি এ ব্যাপারে কিছু শুনতে না পারলে পরীক্ষাটাই বরবাদ করে দেবে। তাহলে একটা ঘটনার কথা বলি। এর বেশি আজ আর জানতে চেয়ো না।

ওস্তাদজি তার কাহিনী বলছেন আর চুপচাপ শুনছি আমি। তিনি বলে যাচ্ছেনঃ আমি যখন তোমাদের মতো ছাত্র তখন জ্বিনদের সাথে আমার প্রথম পরিচয় হয়। আমার গলা ছিল খুব মিষ্টি। যখন কোরআন তেলাওয়াত করতাম লোকজন তন্ময় হয়ে শুনতো আমার সুললিত তেলাওয়াত। সকাল এবং রাতে যখন মসজিদে লোকজন তেমন থাকতো না তখন মসজিদে বসে কোরআন পড়তে খুব ভালো লাগতো আমার। ফলে সকাল ও রাতে সাধারণত মসজিদে বসেই তেলাওয়াত করতাম আমি।

www.pathagar.com

এক রাতের ঘটনা। এশার পর মসজিদে বসে কোরআন তেলাওয়াত করছি, দু'জন যুবক এল মসজিদে। বারান্দার আবছা আলোয় নামাজে দাঁড়ালো ওরা। নামাজ শেষে ধ্যানমগ্ন হয়ে ওখানেই বসে রইল। এমনকি আমি রুমে ফেরার সময়ও ওদের ওখানেই বসে থাকতে দেখলাম।

ওস্তাদজি বলছিলেন, মাদ্‌রাসায় এর ওর মেহমান প্রায় প্রতিদিনই লেগে থাকতো। ভাবলাম, হয়তো কারো কাছে বেড়াতে এসেছেন এরা।

পরদিন রাতেও একই ঘটনা ঘটলো। কিন্তু দিনের বেলা কাউকে মাদ্‌রাসায় দেখা গেল না। এভাবে পরপর কয়েক দিন একই ঘটনা ঘটলে কৌতূহল জাগলো আমার মনে। এক রাতে রুমে ফেরার পথে ওদের পরিচয় জানতে চাইলাম।

একজন উচ্চকণ্ঠে আমার তেলাওয়াতের প্রশংসা শুরু করলো। বললোঃ নামাজ শেষে বসে বসে আমরা তোমার তেলাওয়াত শুনি।

আরেকজন জানালো, সে জীবনে এত মিষ্টি তেলাওয়াত শোনেনি।

www.pathagar.com

কথায় কথায় ওরা আরো জানাল, এ মাদ্‌রাসায় ভর্তি হবার ইচ্ছে ওদের। তারপর ওরা মাদ্‌রাসা সম্পর্কে আরো কিছু টুকিটাকি প্রশ্ন করলো। ওরা বললোঃ দু'একদিনের মধ্যেই আমরা বড় হুজুরের সাথে দেখা করবো।

সে রাতেই ঘটল ঘটনাটা। আমি রুমে এসে শুয়ে পড়েছিলাম। এক সময় ঘুমিয়েও গেলাম।

গভীর রাতে সহসা ঘুম ভেঙ্গে গেল। অদ্ভুত মাদকতাময় সুবাসে মৌ মৌ করছিল কামরা। এ

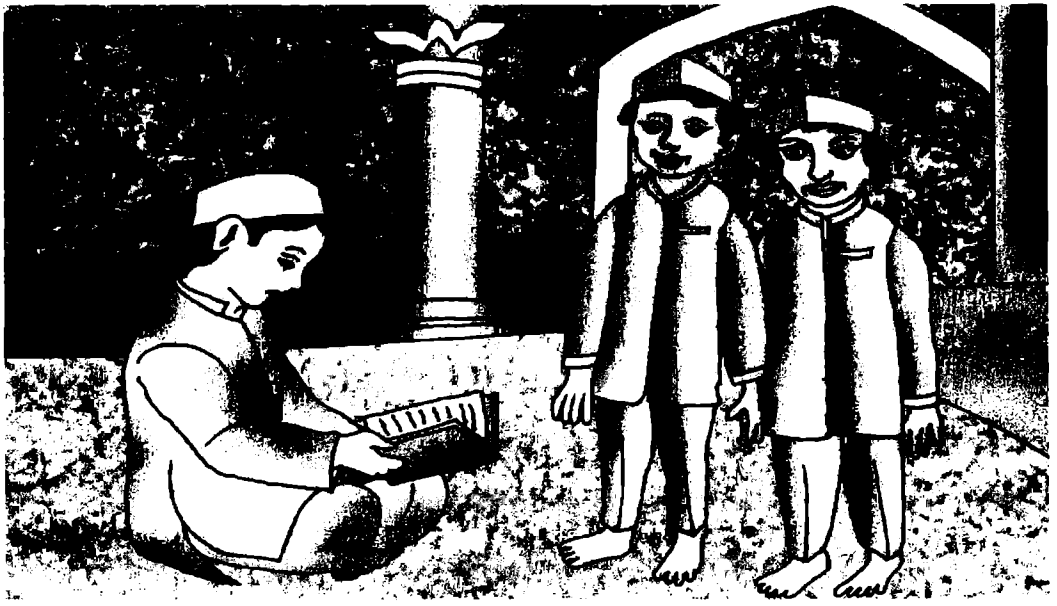

অবাক করা ঘ্রাণে সচকিত হলাম আমি। বিস্ময়ে ঘোরের মধ্যে চোখ খুলে তাকালাম। কিন্তু এ কোথায় আমি? কোথায় আমার প্রতি দিনের হাসি-কান্নার হোস্টেল রুম? তার পরিবর্তে আমাকে আবিষ্কার করলাম এক রাজকীয় প্রাসাদে। ঘরের ভেতর জোসনা ধোয়া আলোর কুসুম। দেয়ালে দেয়ালে সোনালি-রূপালি রঙদেয়ালি। বক সাদা মাখন কোমল পরিপাটি শয্যা। টেবিলে রেডিয়ামের মতো জ্বলছে গ্লাস আর জগ।

এ কী সত্যি, না স্বপ্ন দেখছি?

না, এই তো আমি স্পর্শ অনুভব করতে পারছি। নড়াচড়া করতে পারছে আমার হাত পা। আমি শয্যার ওপর উঠে বসলাম।

www.pathagar.com

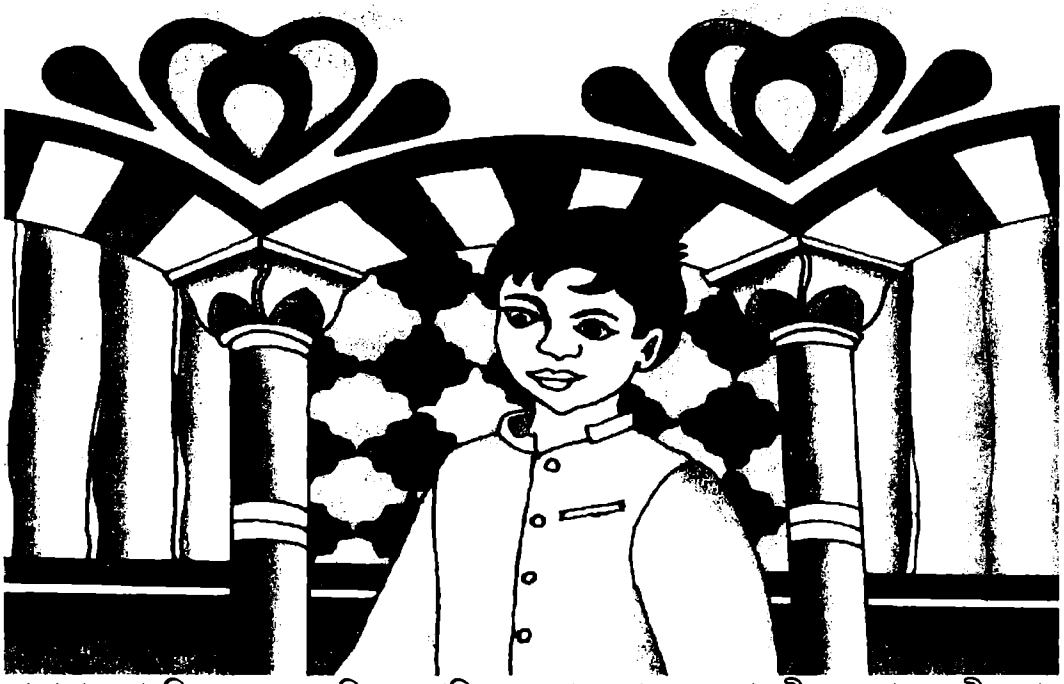

তাকালাম চারদিকে। মনে হচ্ছিল, আমি এক রাজকুমার। মধুমালতীর মতো সুন্দরী কোন রাজকুমারীর প্রাসাদে ঢুকে পড়েছি আমি। হয়তো এখুনি বান্ধবীদের সাথে নিয়ে এই রঙমহলে প্রবেশ করবে পরী কন্যা। আমরা আংটি বদল করবো, মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকবো একে অন্যের দিকে।

আমার এসব ভাবনায় ছেদ পড়লো। নড়াচড়ার আভাস পেয়ে কামরায় ঢুকল সেই যুবকদের একজন, যার সাথে আজই আলাপ হয়েছিল আমার মসজিদের বারান্দায়।

যুবক সালাম দিয়ে বললোঃ কেমন বোধ করছেন এখন? কোন অসুবিধা হচ্ছে না তো?

তারপর সামান্য বিরতি দিয়ে আবার কথা বলে উঠলো যুবকঃ হয়তো খুব অবাক হচ্ছেন এই ভেবে যে, এ কোথায় এলেন, কীভাবে এলেন? আমার কথা শুনলে আপনার সব দুশ্চিন্তা আর কৌতূহল মিটে যাবে আশা করি। আপনার হয়তো মনে আছে, মসজিদে আপনি আমাদের পরিচয় জানতে চেয়েছিলেন। তখন আমরা তার জবাব দিতে পারিনি। আপনাকে তো আর মিথ্যা বলা যায় না, আর সেখানে দাঁড়িয়ে সত্য বলাও আমাদের জন্য মুশকিল ছিল। তাই আপনার প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়েছিলাম আমরা।

www.pathagar.com

আমরা আপনার কোরআনে বর্ণিত সেই জ্বিন সম্প্রদায়। যাদের সম্বন্ধে আপনি অনেক কিছুই জানেন। মানুষের মত জ্বিনদের মধ্যেও ভালমন্দ আছে। অনেকে যেমন আল্লাহর হুকুমের পাবন্দী করে তেমনি আল্লাহকে মানে না এমন জ্বিনেরও অভাব নেই আমাদের মধ্যে। তবে আমরা তাদের অন্তর্গত, কুরআনে যাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, "বলো, ওহীর মাধ্যমে আমি জেনেছি, জ্বিনদের একটি দল কোরআন শুনেছে। (তারা কোরআন শুনে বলে) আমরা তো এক বিস্ময়কর কোরআন শুনেছি যা সঠিক পথ নির্দেশ করে। তাই আমরা এতে বিশ্বাস করেছি, আমরা কখনও আমাদের প্রতিপালকের কোন শরিক করবো না।"

যুবকটি আরো বললোঃ আশা করি আপনি আমাদের বেয়াদবী নেবেন না। আপনাকে বলেছিলাম, আপনার তেলাওয়াত আমাদের খুব ভালো লাগে। সে কথা আমরা আমাদের সম্প্রদায়ের কাছে প্রকাশ করলে সবাই আপনার তেলাওয়াত শোনার আগ্রহ প্রকাশ করলো।

আমরা সবাইকে আপনার কাছে যেতে বললাম। কিন্তু পর্দানশীন মহিলা জ্বিন যারা আছেন তারা ধরে বসলো আপনাকে নিয়ে আসার জন্য। খোদার হুকুম অমান্য করাকে যারা গুনাহের কাজ

www.pathagar.com

মনে করে এবং আল্লাহর কালাম শোনার জন্য যারা উদগ্রীব সেই সব মহিলাদের আবদারে আমরা প্রভাবিত না হয়ে পারলাম না। আশা করি এবার আমাদের ক্ষমার যোগ্য মনে করবেন।

ভয় আর বিস্ময়ে আমি বোবা হয়ে গিয়েছিলাম। যুবকের কথা শেষ হয়ে গিয়েছিল। তার বিনীত কথাবার্তায় আমার ভয় অনেকটা দূর হলেও বিস্ময়ের ঘোর তখনও কাটেনি। তাই কোন কথা বলতে পারলাম না আমি।

যুবকটি বললোঃ যদি কিছু মনে না করেন, আমাদের সামান্য আতিথেয়তা গ্রহণ করুন।

এই বলে যুবক টেবিলে রাখা পাত্র থেকে শরবত ঢাললো গ্লাসে। তখন আমি বুঝতে পারলাম আমার প্রচণ্ড তৃষ্ণা পেয়েছে। আমি যুবকের এগিয়ে ধরা গ্লাসটা হাতে নিলাম এবং এক নিঃশ্বাসেই বলতে গেলে শেষ করে ফেললাম।

যুবক আবারো আঙ্গুরের রসে ভরে দিল গ্লাস। আমি তৃপ্তির সাথে তা-ও পান করলাম। তৃতীয় গ্লাসটা যখন শেষ হলো তখন আমার ভয় আর বিস্ময় যেন এক সাথেই বিদায় নিল। শক্তি ও সাহস ফিরে পেলাম প্রাণে। আমার মুখ থেকে সহসাই বেরিয়ে এল, আল হামদুলিল্লাহ!

সে রাতে জলসাটি হয়েছিল অনেকটা ঘরোয়া। আশপাশের ঈমানদার পুরুষ ও মহিলা জ্বিনেরা সমবেত হয়েছিল সেখানে। একজন প্রধান জ্বিন শুরুতেই সমবেত জ্বিনদের উদ্দেশ্য করে বললেনঃ সম্মানিত বুজর্গ মেহমানের তেলাওয়াতই আজকের মাহফিলের প্রধান আকর্ষণ। তার তেলাওয়াতের পর শুনতে পাবেন তেলাওয়াতকৃত অংশের তরজমা ও তাফসির। আমি আশা করবো সম্মানিত উপস্থিতি সেই আবেগ ও অনুভূতি নিয়ে এ অনুষ্ঠান উপভোগ করবেন, যে আবেগ নিয়ে কালামের বাণী শুনতেন আমাদের পূর্ব পুরুষেরা। যাদের সম্পর্কে এরশাদ করা হয়েছেঃ "আর যখন আমি তোমাদের প্রতি একদল জ্বিনকে আকৃষ্ট করেছিলাম, যারা কোরআনের তেলাওয়াত শুনছিল, যখন ওরা তার কাছে এল, একে অপরকে বলতে লাগল, 'চুপ করে শোন।' যখন কোরআন তেলাওয়াত শেষ হলো ওরা ওদের সম্প্রদায়ের কাছে সমর্থনকারীরূপে ফিরে গেল। ওরা বলেছিল, হে আমাদের সম্প্রদায়, আমরা এমন এক কিতাবের পড়া শুনেছি যা মুসার 'পরে অবতীর্ণ হয়েছে। এটি এর আগের কিতাবকে সমর্থন করে ও সত্য এবং সরল পথের দিকে পরিচালিত করে।"

www.pathagar.com

ওস্তাদজি বলছিলেনঃ আমার সামনে বসেছিলেন কয়েকজন বয়স্ক জ্বিন। যুবক আর কিশোর জ্বিনও ছিল জলসায়। পাশের কামরায় ছিল নারী জ্বিনগণ।

আমি সূরা আর-রহমান থেকে তেলাওয়াত শুরু করলাম। তুমি বিশ্বাস করবে কিনা জানি না, সেদিন আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ তেলাওয়াত করেছি আমি। প্রতিটি শব্দে আর ছন্দে ভাসছিল অনাবিল সুর তরংগ। আবেগে কাঁপছিল হৃদয় নদী। সত্যিই তো, মানুষ ও জ্বিন আল্লাহর কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে?

আমার তেলাওয়াত শেষ হলে দীর্ঘ সময় কেউ কোন কথা বললো না। সুরের মায়াবী জগতে সাঁতরাচ্ছিল তখন সব কটি হৃদয়। অনেক অনেকক্ষণ পর সেই বৃদ্ধ কামেল ডজ্বন উঠে দাঁড়ালেন। আমার পঠিত অংশটুকুর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করলেন যুক্তি ও আবেগের থির থির কাঁপন তুলে।

www.pathagar.com

শেষ হলো জলসা। এটি ছিল জ্বিন সর্দারে বাড়ি। এবার খাবার পালা। নানান রকম সুস্বাদু খাবার এল থরে থরে। কিন্তু সে সবে এত সুগন্ধি যে আমার মনে হলো আমি কোন আতরের কারখানায় ঢুকে পড়েছি। আমার সামনের খাবারগুলো সে আতর প্রক্রিয়াজাত করার কোন অভিনব মশলা। সেবার সে সবের কিছুই আমি খেতে পারিনি। এরপর এল বাহারী সব ফল। টসটসে রসে ভরা আঙুর আর বেদানা। আপেল, কমলা, জামরুল কিছুরই অভাব ছিল না সেখানে।

তারপর এল বিদায়ের পালা। আলো আঁধারীর মায়াবী পরিবেশে দুলে উঠলো ওদের শরীরগুলো। আগুনের জিহবার মত জ্বলজ্বলে সোনালী সে শরীর। আমার মনে হলো, মানুষ নয়, যেন আমার সামনে কতগুলো মনোহর সোনার মোহর।

হঠাৎ খুব গাঢ় একটা ঘ্রাণ ভেসে এল। কেমন ঝাঁঝাল আর মিষ্টি। সে ঘ্রাণ ক্রমে আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেললো। এক সময় আমার অচেতন দেহটা লুটিয়ে পড়লো সে বক সাদা নরম বিছানায়।

যখন ঘুম ভাঙলো, দেখি আমি শুয়ে আছি আমার ভাঙা চৌকির ওপর। ওজুখানায় শোরগোল। রুমমেটরা কথা বলতে বলতে ফিরে আসছে ওজু করে। জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখি অনেকেই সুন্নত নামাযের জন্য কেবলা মুখী হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে।

www.pathagar.com

ঘুড়ি ও রাখাল বালক

ঘুড়িটা ছিল এক রাখাল বালকের। রোজ ভোরে ঘুম থেকে উঠে সে প্রথমে নাস্তা করতো। তারপর দুপুরের খাবার মাথায় করে গাভিগুলো তাড়াতে তাড়াতে চলে আসতো বাথানে।

মস্ত বাথানের মধ্যিখানে ছিল একটি কুঁড়েঘর। খাবারটা সেখানে রেখে গাভিগুলো ছেড়ে দিত সে সবুজ ঘাসের ভীড়ে।

মনের আনন্দে গাভিরা তখন হুমড়ি খেয়ে পড়তো নরম ঘাসের ওপর। পেট ভরে আহার করতো। ক্লান্ত হয়ে গেলে বিশ্রাম নিতো সবুজ গালিচার মতো মোলায়েম ঘাসের বুকেই।

ছোট ছোট পা ফেলে আশপাশের বাথান থেকে বালকেরা এসে জড়ো হতো এক জায়গায়। ঘাসের নরম ডগার আড়ালে হারিয়ে যেতো ওদের কচি পায়ের পাতা। ওরা তখন ছুটোছুটি করতো। মনের আনন্দে মেতে উঠতো হরেক রকম খেলার মেলায়।

www.pathagar.com

বালকটি তখন কুঁড়েঘরের লুকানো জায়গা থেকে বের করে আনতো ওর প্রিয় ঘুড়িটা। হাওয়ার তালে তালে নাচতে নাচতে ঘুড়িটা তখন উড়ে যেতো সুনীল আকাশে। মেঘেদের সাথে হতো তার মিতালি।

বিকেল হলে রাখাল বালকেরা আবার পা বাড়াতো ঘরের দিকে। ঘুড়িটিকে সে তখন লুকিয়ে রাখত বাথান ঘরের নিভৃত কোণে।

এভাবেই দিন কাটে।

দিন আসে— দিন যায়।

একদিন হলো কী, রাখাল বালক তার ঘুড়ি উড়িয়েছে আকাশে। সেদিন আবহাওয়া ছিল চমৎকার। সুদূর আকাশে ভাসছিল ঘুড়িটা। অনুকূল হাওয়া পেয়ে বালক আরো ডোর ছাড়ে। ঘুড়ি আরো উপরে ওঠে। ছুটে যায় দূর থেকে দূরে— সীমাহীন সীমানায়। মেঘের দেশে হারিয়ে যায়

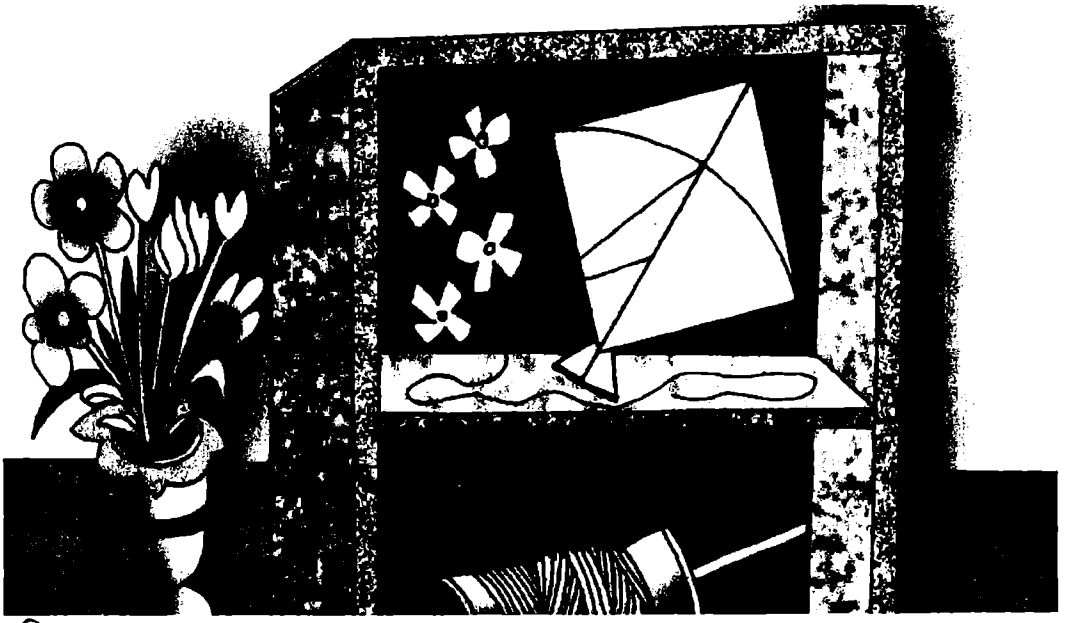

ঘুড়ি।

ফেরার আগে রাখাল ডাকলোঃ আয়, নেমে আয় আমার সাধের ঘুড়ি।

ঘুড়ি বললোঃ নামবো না।

ঃ কেন?

www.pathagar.com

ঃ এমনি।

ঃ এমনি কেন?

ঃ এমনি, এমনি, এমনি।

ঃ বারে, এটা কোন কথা হলো? তোর দুঃখটা কি বলবি তো?

ঘুড়ি তখন তার মনের কথা বলেঃ তুমি আমায় ঠিক মতো আদর করো না। একা বাথান ঘরের আড়ালে আমার খুব কষ্ট হয়।

রাখাল তখন অনেক করে বুঝালো তাকেঃ তোকে আমি কত আদর করি, কত ভালোবাসি। ভালোবাসি বলেই না তোকে ওভাবে রোজ লুকিয়ে রাখি, যেনো দুষ্টু ছেলে তোকে নিয়ে যেতে না পারে।

ঘুড়ি তখন ক্ষেপে যায়ঃ ভালোবাস না ছাই! বাঁশের শক্ত চাটাইয়ের উপর শুতে আমার কষ্ট হয় না বুঝি। জানো, আমার এক ভাই শহরে থাকে। তার সায়েব তাকে কতো আদর করেন। সুন্দর একটা শোকেস বানিয়েছেন তিনি।

www.pathagar.com

সেখানেই থাকে আমার সে ভাইটি। জরির পোশাকে তার শরীর ঝলোমলো করে। কাগুজে ফুলের মালা ঝোলে তার চারপাশে। অমন করে যদি আমাকে যত্ন করো তবেই আমি নিচে নামবো।

সেদিন বালক খুব করে সাফ-সুতরো করলো ঘুড়ি রাখার জায়গাটুকুন। জংলী ফুলের সুবাসিত

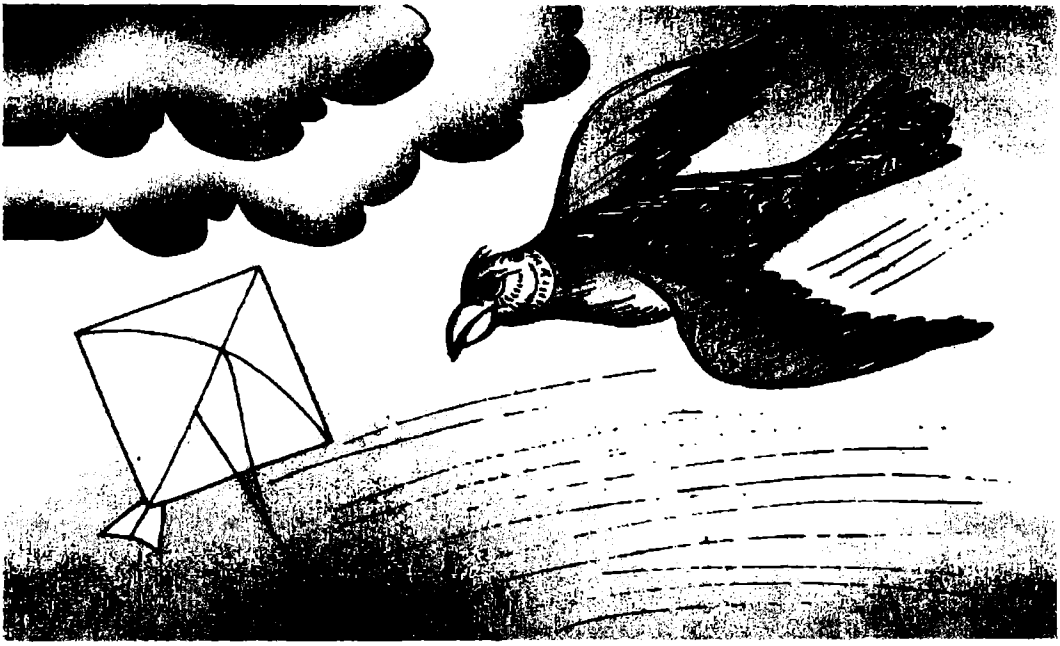

মালা জড়ালো তার সর্ব অঙ্গে। সাধ্য মতো সাজিয়ে-গুছিয়ে ঘুড়িটিকে রাখলো তার জায়গা মতন।

পরদিন আবার ঘুড়ি পৌছলো মেঘের দেশে।

রাখাল ডাকলোঃ আয়।

ঘুড়ি বললোঃ না।

ঃ কেন?

www.pathagar.com

ঘুড়ি বললোঃ বারে, এটা কোন আদর হলো! তোমার সেই মালাটি সকাল হতে না হতেই শুকিয়ে গেলো। কোন শোকেস নেই, জড়োয়া ঢাকা রঙিন জামা নেই। তোমার মতো গরিব রাখালকে দিয়ে কিছু হবে না। তোমার সাথে আজ থেকে তাই আড়ি।

ঘুড়িটা ছিল রাখালের খুবই প্রিয়। তাই অনেক করে বোঝাল তাকে। অনেক অনুনয়-বিনয় করলো। কিন্তু ঘুড়ির যেই কথা সেই কাজ। কিছুতেই সে নিচে নামবে না। রাখালের সাথে সম্পর্ক রাখতে সে নারাজ।

রাখাল তখন ঘুড়িকে এক মজার গল্প শোনালঃ এক রাখালের ছিল একপাল মেষ। একদিন এক

মেষ চরতে চরতে বনের একদম কাছটিতে চলে গেলো। সেখানে তার সাথে দেখা হলো এক শেয়াল পণ্ডিতের। শেয়াল বললোঃ কেমন আছো মেষ ভায়া?

ঃ ভালো।

ঃ শুনলাম রাখাল নাকি মাঝে-মধ্যেই তোমাদের গা থেকে সুন্দর পশমগুলো কেটে নিয়ে যায়?

ঃ সে আর বলতে! আক্ষেপ ঝরে পড়ে মেষটির কণ্ঠ থেকে।

www.pathagar.com

শেয়াল বললোঃ এ তো বড় খারাপ কথা! যখন খুশি রাখাল তোমাদের পশম কেটে নেবে, ইচ্ছে হলেই জবাই করে ভোজ দেবে, এ ভারী অন্যায় কিন্তু!

ঃ সত্যি বলেছ শেয়াল ভায়া, কিন্তু কি করবো বলো?

ঃ কেন, রাখালকে তোমরা কিছু বলতে পারো না?

ঃ আমাদের কথা শুনলে তো!

ঃ বাহ্, এটা কোন কথা হলো? আল্লাহর দেয়া ঘাস খাবে, স্বাধীনভাবে চলবে ফিরবে। রাখাল সেখানে নাক গলাবার কে? তুমি তো জানোই, আমাদের বাঘ মামা এককালে রাজার বাড়ি থাকতো। বনিবনা হলো না। সালাম জানিয়ে চলে এলো বনে। এখন সে কতই না আরামে আছে।

মেষটি বললোঃ তাই তো! আমরা চলে আসি বনে, কি বল হে শেয়াল ভায়া?

ঃ হ্যাঁ, তাই করো। পণ্ডিতের মতন গম্ভীরতার সাথে জবাব দিল শেয়াল মশাই।

তারপর মেষটি গেল বন্ধুদের কাছে। সবকিছু খুলে বললো তাদের। কিন্তু গুটিকয় নির্বোধ মেষ ছাড়া কেউ তার সাথি হলো না। মেষেরা দল বেঁধে ফিরে গেল রাখালের সাথে। যারা গেল না তারা এলো বনের ধারে। মহা উল্লাসে শেয়ালের মামারা তখন আরামসে ভোজ দিল। আর তাতে শরিক হলো মন্ত্রণাগুরু পণ্ডিতজিও।

গল্পটি বলেই রাখাল ডাকলোঃ চলে এসো প্রিয় ঘুড়ি। নইলে কোথায় থাকবে তুমি?

একটা চিল উড়ে যাচ্ছিল আকাশ পথে। ঘুড়ির কথা শুনে থামলো সে। চারপাশে চক্কর দিয়ে শুনতে থাকলো ঝগড়ার কথা।

চিলটি কেবল ঘুরছিল আর শুনছিল, শুনছিল আর ঘুরছিল।

এক সময় তার পাখায় আটকে গেল ঘুড়ির সুতো। আর তাতেই সুতো গেল ছিঁড়ে। ঘুড়িটি তখন ভেসে চললো বাতাসে। বাতাসে ভর করে সে চাইলো আরো উপরে উঠতে। কিন্তু মাটির আকর্ষণ তাকে টেনে আনলো নিচে।

গাঁয়ের ডানপিটে দুষ্টু ছেলেরা তখন ছুটলো ঘুড়ির পেছনে। কারো হাতে বাঁশের আগা, কারো হাতে বেত কাঁটার ডগা। বাকাট্টা ঘুড়ি ধরতে ছুটলো সবাই। এক সময় ঘুড়িটি তাদের নাগালে চলে এলো আর প্রচণ্ড কাড়াকাড়িতে অবাধ্য ঘুড়িটি ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেলো।

চিলটি বললোঃ হায়রে অভাগা ঘুড়ি। এভাবে কেউ আপন মালিকের অবাধ্য হয়! যে তোকে এতটা ভালোবাসতো তাকে কষ্ট দিয়ে নিজের মরণ ছাড়া আর কী পেলি তুই? সাধে কী আর লোকে বলে, পিপীলিকার পাখা উঠে মরিবার তরে!

www.pathagar.com

সামান্য বৃষ্টি

বাইরে এখন কড়া রোদ। এমন সময় বাইরে যাওয়া নিষেধ। গেলে মা রাগ করবেন। মা বলেছেন রোদে রোদে বাইরে ঘুরলে অসুখ হয়।

স্কুল আজ বন্ধ। এখন কী করা যায়? রাজুর মনটা ভারী হয়ে গেল। নাহ্, কিচ্ছু ভাল্লাগছে না। রাজু ভাবে, আহ্, বিজু যদি আসতো এ সময়!

রাজু জানালার শিকে গাল ঠেকিয়ে বাইরে তাকায়। বাগানের দিকে তাকিয়ে তার মনটা আরো খারাপ হয়ে যায়।

গাছের পাতাগুলো কেমন লালচে। কোন কোন পাতা মরে বা আধমরা হয়ে লটকে আছে ডালে। ধুলোর আস্তরে পুরো বাগানটি মেটমেটে হয়ে আছে। কী বিশ্রী!

এক রত্তি বাতাস নেই। রোদের তেজ চোখে জ্বালা ধরায়। সর্বত্র কেমন একটা প্রাণহীন নিস্পন্দ গুমোট ভাব। আহ্ যদি একটু বৃষ্টি হতো!

রাজুর কী মনে হলো, সে মনে মনে বললোঃ আল্লাহ, দয়া করে একটু বৃষ্টি দাও না। না হলে আমার বাগানটা যে মরে যাবে!

www.pathagar.com

এইভাবে অনেকক্ষণ সে আল্লাহর কাছে বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করলো।

তখন বোশেখ মাস।

হঠাৎ সাদা মেঘেরা এসে ঢেকে দিল রোদ। দেখতে দেখতে সাদা মেঘগুলো কালো হয়ে গেল। অন্ধকার হয়ে গেল দুনিয়াটা।

আর কী অবাক কাণ্ড! একটু পরেই ঝুপঝুপ করে বৃষ্টি নামল। সেই সাথে বেশ জোরালো বাতাস। বাতাসের ঝাপটায় বৃষ্টি এসে ওর চোখ মুখ ভিজিয়ে দিল। আহ্ কী আরাম!

একটু পর বৃষ্টি থামল।

রাজু আবার তাকাল বাইরে। বাহ্, বাগানটা কী সুন্দর হাসছে! ঘর ছেড়ে ও নেমে এলো বাগানে। গাছের পাতায় পাতায় চোখ জুড়ানো সবুজের বাহার। কালো মেঘ আর নেই। নীল আকাশে সাদা সাদা মেঘের ফাঁক দিয়ে দেখা যায় সোনা রোদের ঝিলিক। মাঠে, বাগানে আদর মাখানো কুসুম কুসুম ওম জড়ানো রোদ।

বাগানের ফুলগুলোর গা থেকে ধুলোবালি কোথায় যেন মিলিয়ে গেছে। কী চমৎকার হাসছে ফুলগুলো! গন্ধরাজ, বেলী, গোলাপ আরো কত কী!

এসব দেখে রাজুর মনটা ভরে গেল সীমাহীন ভালো লাগায়। মায়াময় ভালোবাসায় ভরে উঠল তার মনটা। তার খুব ভালোবাসতে ইচ্ছে করছে এই মাত্র যিনি বৃষ্টি দিলেন— তাঁকে।

www.pathagar.com

BCBS
Estd-1949
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিমিটেড
ঢাকা -চট্টগ্রাম
www.pathagar.com